

# ভারতে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা

## ভারতে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কিছু কথা

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধানশীল দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। শিক্ষার তড়িৎ গতিতে বিশ্বের ধনী দেশ গুলো (USA, Canada, Australia, NZ, Germany, UK, Ireland প্রভৃতি দেশ) শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়েছে উন্নতির শিখরে। এরা শিল্প উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষে অনেকটাই এগিয়ে। প্রযুক্তি নির্ভর এই পৃথিবীতে পিছিয়ে থাকা নিতান্তই হবে দুঃখজনক। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা সকলের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া প্রায় অসম্ভব। আধুনিক চিকিৎসা, তথ্য প্রযুক্তি, ভারী শিল্পায়নে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে উন্নত ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব নয়। আমদানি ও ভাড়া নির্ভর আমাদের অর্থনীতিকে স্বাধীন করতে এবং সচল রাখতে প্রয়োজন সুদক্ষ জনশক্তি, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং শিল্পের প্রসারণ।

আজও আমাদের খনিজ সম্পদ উত্তোলন, পদ্মা সেতু নির্মাণ, মেট্রো রেল প্রকল্প ইত্যাদি বড় বড় যেকোন কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ভর করতে হয় বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর যা কখনো কাম্য নয়। তাই আর দেরি না করে এখনই আমাদের প্রযুক্তি স্বনির্ভর পথে পা বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য আমাদের যে যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষার জন্য আপনি এগিয়ে যাবেন তা যেন তথাকথিত শিক্ষা না হয়।

## ভারতে কেন পড়তে যাব ?

বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তি থেকে শুরু করে হালকা-ভারী শিল্প বা যন্ত্রাংশ আন্তর্জাতিক মানের ঔষধ তৈরী, বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান, বিভিন্ন মডেলের গাড়ী বা যন্ত্রাংশ তৈরী, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে জনশক্তি তৈরিতে ভারত অনেক এগিয়ে। আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ শিল্পোন্নত দেশ সমূহে প্রযুক্তিগত বা যে কোন শিক্ষা ব্যাপক ব্যব্যবহুল ও ভিসা সংক্রান্ত ঝামেলা তো আছেই যা আমাদের দেশের সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকটা কষ্ট সাধ্য। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে অল্প খরচে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে উন্নত দেশ থেকে আরও উচ্চতর শিক্ষা নেয়া সহজসাধ্য হয়।

## ভারত সরকারের শিক্ষার মান অনুযায়ী ৪ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে

1. **Central Universities** (প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় যা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত)
2. **State Universities** (দ্বিতীয় সারির বিশ্ববিদ্যালয় যা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত)
3. **Deemed Universities** (তৃতীয় সারির বিশ্ববিদ্যালয় যা পুরাতন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও বেসরকারী অর্থে পরিচালিত)
4. **Private Universities** (সম্পূর্ণ বেসরকারী অর্থে পরিচালিত)

উপরে উল্লেখিত সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের মান মনিটরিং করা হয় ভারত সরকারের শক্তিশালী কাউন্সিল/কমিশনের মাধ্যমে। যেমন “NAAC” (National Assessment and Accreditation Council) এবং বিষয় ভিত্তিক র্যাংকিং প্রতিষ্ঠান (NIRF (National Institute Ranking Framework)).

## দ্রুত ভর্তি

যারা ভাবছেন ভারতে ভর্তির পর্যাণ্ড সময় আছে তারাই ভুল করবেন। কারন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্ধারিত আসনের বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করে না। আগে আসলে আগে ভর্তির ভিত্তিতে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি করিয়ে থাকে। দেরি করলে ভাল মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ হারাবেন।